কৌশিক চক্রবর্তীর প্রবন্ধমালা

কবিতার রূপ কবিতার অরূপ - ৪

কবিতার প্যারালাক্স, কবিতার কলমকারি

কিছু কিছু কবিতা যেন বা এক প্যারালাক্স অথবা অনাবিল কলমকারি। খালিচোখে তাকে যেভাবেই দেখি, আসলে সে অন্যকথা বলে। পাঠকের কাছে, কবির কাছে এ এক ঋতুহীন মুক্তাঞ্চল – একাকীত্ব, বন্ধুতা, আলিঙ্গন ও যৌথ আখ্যানের এক নিরঙ্কুশ বর্ণবিভ্রম। যে কারনে, বারবার কবিতার কাছেই ফিরে ফিরে আসা। আবার নতুন করে কিছু কবিতাবই – বব ডিলানের 'Tarantula' (Macmillan, 1971), মাইকেল অন্‌দার্ত্যের 'Secular Love' (W W Norton, 1985), রবিন রবার্টসনের 'Swithering' (Picador, 2006) আর চার্ল্‌স বার্নস্টাইনের 'Dark City' (Sun & Moon Press, 1994), আমায় সেই রঙের নদীতে স্নানের অনুভূতি এনে দিল। আর দ্যাখো বা না-ই দ্যাখো, সেই কখন থেকে একা একাই তাই দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকি এইসব কবিতায়...

ডিলান তখনও সেভাবে গীতিকার ডিলান হয়ে ওঠেননি, যখন Tarantula লেখা। হয়ত তাই এই বইতে ধরা আছে এক নবীন কবির স্পর্ধা, তার ভাষাকে আক্রমন, তার শব্দ-সন্ত্রাস। Black Nite Crash কবিতায়: "aretha in the blues dunes – Pluto with the high crack laugh & rambling aretha – a menace to president as he was jiking called – go – yea" পড়ে সমকালীন মাস-কালচারের নিরিখে aretha শব্দ-সূত্রে গায়িকা অ্যারিথা ফ্র্যাংকলিনের কথা ভাববো, প্লুটোকে ভাববো ডিজনির এক চরিত্র, নাকি পরমুহূর্তেই খেয়াল হবে – aretha শব্দের জন্ম গ্রিক arete থেকে আর সে শব্দের রূপ যেন earth-এর উল্টোরূপ, আর প্লুটো হলেন পাতালের দেবতা। এভাবেই টারান্টুলা বইতে শব্দের খেলায় আর অর্থ-অনর্থের ছকে বারবার পাঠকের একরৈখিক পাঠাভ্যাসকে বিভ্রান্ত করে কবি ডিলান এক এলোমেলো ওপেন-এণ্ডেড টেক্সট লিখে চলেন।

এ বইয়ের প্রত্যেকটি কবিতাই শেষ হয় কোনও না কোনও চিঠিতে। আর এই চিঠিগুলো পরপর পড়ে গেলে আমরা টের পাই, কবিতা-বইয়ের ভেতরে ভেতরে একটা উপন্যাসের দ্বিতীয় টেক্সটও কেমন সমান্তরালভাবে লেখা হয়ে চলেছে। যেমন Forty links of chain-এর অংশ: "you need an umbrella, friend & she say oh no ! not another one !/ and she's got a new boyfriend now & he looks like

machine gun kelly...” -র সঙ্গে পড়া যাক Electric Black Nite Crash কবিতার শেষপর্ব: “the stripper comes in wearing an/ engagement ring – she asks for lemonade, but says she’ll settle for a sandwich – the newsboy grans her – yells ‘lord have mercy...’। অদ্ভুত আজগুবি সব নাম এইসব চিঠির লেখকদের – benjamin turtle, kid tiger, snowplow foloater, zorba the bomb, popeye squirm... পড়তে পড়তে আমরা ক্রমশ টের পাই, এই সমস্ত নামগুলো আসলে তরুণ ডিলানেরই অল্টার-ইগো।

শব্দছকের পাশাপাশি, ডিলান কী নিপুণভাবে বুনে দেন রাজনীতি-ভাবনাকেও। তিনি যখন লেখেন: “Now’s not the time to get silly, so wear your big boots and jump on the garbage clowns”, তখন এর আপাত নন্‌সেন্সের আড়ালে আমরা দেখি এক অতি প্রাসঙ্গিক সমকালীন প্রতিবাদী রাজনৈতিক ভাষ্য। টের পাই, এই কবিতার ভাষার হাত ধরেই আস্তে আস্তে জন্ম নিচ্ছে ডিলানের আগামী গান।

টারান্টুলা নামের বিষাক্ত মাকড়শাটি কামড়ালে মানুষ নাকি একইসঙ্গে একাকীত্বের মনোবেদনা ও উত্তাল নাচের এক উদগ্র বাসনায় আক্রান্ত হয়। এ বইয়ের পাঠপ্রতিক্রিয়া লিখতে গেলে এর চেয়ে ভালো বর্ণনা আর কী-ই বা হতে পারে? প্রবল নিরীক্ষা-ভাষার তোড়ে – কখনও টানা যতিহীন গদ্য, চেনা শব্দকে মুচড়ে নতুন শব্দ নির্মাণে, আপাত অর্থহীন শব্দ-ঝড়ে, আবার কখনও বা ভাঙাচোরা বাক্যের মাঠে পাঠক চরকিপাক খান। স্বপ্ন, রাজনীতি, প্রেম, কালো কৌতুক, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন, সমকালীন মাস-কালচার, যৌনতা, মাদক, আত্মকাহিনি ও উদ্ভটরস – সব মিলিয়ে এ বইয়ের সমস্ত লেখাই আসলে হয়ে ওঠে একটা সময়খণ্ডের ফ্যাস্‌সিমিলি।

যুক্তিহীন পারিপার্শ্বিকতার আপাত chaos পেরিয়ে মানুষ যে কোনো এক স্থিতিস্থাপকতাতেই পৌঁছতে চায় – সচেতন ও অবচেতনের সেই দ্বান্দ্বিকতার রহস্যসন্ধানই হল মাইকেল অন্‌দার্ত্যের Secular Love বইয়ের কবিতা-শরীর। Claude Glass নামের দীর্ঘকবিতায় তাই একাকীত্বের আর্তি: “He stands waithing, the sentinel/ shambling back and forth, his anger/ and desire among the dark/ which, if he closes his eyes,/ will be them all...” -র পাশাপাশি কথা বলে ফেরার টান: “in the half drowned room/ the crickets like small pins/ begin to tack down/ the black canvas of this night/ begin to talk their hesitant/ gnarled epigrams to each other/across the room/ creak and echo/creak and echo with absolute clarity/ he knows where he is.”

এ বইয়ে এভাবেই হারাতে হারাতে একা-র পাশাপাশি আল্‌তো ছুঁয়ে থাকার আধোখানি ভালোবাসাও ভাসমান। তাই Tin Roof কবিতায় তিনি যখন লেখেন: “And beneath the sea/ there are/ these giant scratches/ of pain”, আমরা টের পাই, কোন সে ঝড়ের ভুল তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, যার পরিত্রাণ তিনি

খুঁজছেন কবিতায়: “listen in the end/ the pivot from angel to witch/ depends on small things/ this animal, the question,/ are you happy?”।

এই পরিত্রাণ এসেছে প্রেমে, শরীরী সংরাগে। The Cinnamon Peeler কবিতায় তিনি লেখেন: “If I were a cinnamon peeler/ I would ride your bed/ and leave the yellow bark dust/ on your pillow...” দারুচিনির এই হলুদরঙ গুঁড়ো একদিকে যেমন সৃষ্টির উপকরণ পরাগরেণুর ইঙ্গিতবাহী, তেমনই দারুচিনি নিজে যেন বা বল্কল হয়ে সব রীতি শৃঙ্খলা উপেক্ষা করা সেই প্রাচীন আভরণহীন মানবটির ইমেজ হয়ে ধরা দেয়। কবিতার শেষতম স্তবকে: “You touhed/ your belly to my hands/ in the dry air and said/ I am the cinnamon peler’s wife: Smell me”, যেন বা শুধুমাত্র নারী-পুরুষের জৈব প্রেমের আখ্যান নয়, তা হয়ে ওঠে কবি আর কবিতার মিলনমুহূর্তের ঈশারা।

অন্‌দার্ত্যে প্রথাগত ভাষা-কাঠামোকে প্রশ্ন করার কবি নন। তিনি সেই কাঠামোকে জড়িয়েই শব্দ ও নৈঃশব্দ্য-র গল্প লেখেন। To a Sad Daughter কবিতায় তাই তিনি বলেন: “One day I’ll come swimming/beside your ship or some will/ and if you hear the siren/ listen to it/ for if you close the your ears/ only nothing happens... you will never change/... If I speak of death/ which you fear now, greatly/ it is wihout answers/ except that each/ one we know is/ in our blood/ Don’t recall graves/ Memory is permanent”। ওন্‌দাৎজের কবিতা এরকমই, এক চিরস্মৃতির গাড়িবারান্দা।

স্মৃতি চিরকালীন রূপান্তরকামী। স্কট উপভাষায় সুইদার (Swither) শব্দের দুরকম মানে: সন্দিহান হওয়া আর রূপান্তর। রবিন রবার্টসনের Swithering বইয়ের কবিতায় সে কারণে ধরা দিয়েছে স্মৃতি ও সত্ত্বার অবস্থানগত দ্বৈততা আর একই সঙ্গে, সেই স্মৃতি ও সত্ত্বার পারস্পরিক রূপান্তর; যে রূপান্তরকে তিনি নানা বাঁকে দেখেছেন। উদাহরণ হিসেবে রাখা যেতে পারে Leavings কবিতাটি, যেখানে তিনি বলেন এক বরফঝরা রাতে তার sleepwalker মেয়েকে উদ্ধারের কথা: “The next morning is a dripping thaw, and winter/is gone from the grass – ecxept for a line/ of hie marks going nowhere:/ the stamped elipses of impacted snow/ everything gone, leaving just this, this ghost tread/ these wafer thin footsteps of glass.”

আবার রূপান্তর কি শুধুই স্মৃতি, মন, অবচেতন, ঘুম নির্ভর? এই যে ঋতুর জেগে ওঠা, এই যে ‘পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে’... এই বহমানতা, এই স্মৃতি ও সত্ত্বা পেরিয়ে ভবিষ্যৎ-যাত্রা... এ-ই হলো

জীবনের সুইদারিং। ছোট্ট ছ-লাইনের To my Daughters, Asleep কবিতাতেও যার মুখটি সযত্নে আঁকা: "Surrounded by trees I cannot name/that fill with birds I cannot tell apart/ I see my children growing away from me; / the hinges of the heart are broken/ Is it too late to start, too late to learn/ all the words of love before they wake?"

কবি হিসেবে রবার্টসন অত্যন্ত সংবেদনশীল। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা নানা সূক্ষ্ম উপকরণেও তিনি খুঁজে পান এই রূপান্তরীর খেলা। তাই The Park Drunk কবিতায় তাঁর চোখে পড়ে: "He opens his eyes to a hard frost/ the morning's soft amnesia of snow", Rainmaker কবিতায় তিনি দেখতে পান: "He unhooks her, and/ leaning in/ he starts to make her rain."

এই বইয়ে আছে Selkie নামের এক কবিতা। স্কটিশ কিংবদন্তী অনুযায়ী সেল্‌কি হল এমন এক সামুদ্রিক প্রাণী যে কিছুসময়ের জন্য মানুষরূপ নিতে পারে; নির্ধারিত মানুষজীবন শেষ হলে, সে আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। এই কবিতায় রবার্টসন লেখেন: "...he stood/ and drained the last/ from his lass, slipped back in/ to the real skin/ into a new day, saluting us/ with that famous grin:/ 'That's me away'.... প্রসঙ্গত উল্লেখ করা থাক, এ কবিতা লেখা হয়েছিল কবি রবার্ট ডনাগী'র স্মৃতির উদ্দেশে। আর কে না জানে, জীবন থেকে জীবনোত্তরে চলে যাওয়াটুকু হয়ত বা সবচাইতে রহস্যময় এক রূপান্তরের অন্তর্বর্তী আখ্যান।

রহস্যময় এক রূপান্তরের অন্তর্বর্তী আখ্যান চার্ল্‌স বার্নস্টাইনের Dark City। বার্ন্‌স্টাইনের কবিতা রাজনীতি-গণ সংস্কৃতি-বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞান এবং আরও অনেক কিছু মিলেমিশে যেন বা এক cosmopolitan ভাষার আকর। কিন্তু এ বইকে শুধু শব্দের জাদুদ্বীপ বললে ভুল হবে। কারণ, এর কবিতায় এলোমেলো ধ্বনির ক্যাকোফোনির সঙ্গে হেঁটে যান কবি নিজেও। একটা ব্যস্ত শহরে যেভাবে কথার পিঠে কথা, যেভাবে গাড়ির হর্ন, টেলিফোন বেজে ওঠা, বিজ্ঞাপনী প্রচার এবং আত্মগত সংলাপ ও প্রলাপ একাকার হয়ে যায় – সেই ছবিই ক্রমাগত লিখে চলেন বার্নস্টাইন। Sunsickness কবিতার শুরুতেই তাই তিনি বলেন: "Blame it on resembling, as if it would/ change so easily, rough up glares/ or trace avenues by fingertip./ You skirt on top afraid to sink/ into..." সেই শব্দসার্কাসে একজন কবি একলা হয়ে যান ক্রমশ, অথচ সেখানে যেন বা এক মহাজাগতিক খেলায় তিনি দমদেওয়া খেলোয়াড় মাত্র, যে খেলার শেষ তাঁর জানা নেই, যে খেলা একঘেয়ে অথচ প্রতিমুহূর্তে ফুটপাথ বদল করে। এ কবিতার শেষে তাই তিনি লেখেন: "Worlds / hourly changing / sparring with cause to an / unknowable end. Asking/ no less, demanding no/ more."

একলা হয়ে যাওয়ার এই খেলা বারবার ফিরে ফিরে আসে এই বইয়ের কবিতায়। এ শহর তাঁর চেনা, অথচ এ শহর অন্ধকার। Virtual Reality কবিতায় বিজ্ঞাপনের টেক্সটের পাশাপাশি উঁকি দেয় স্বগতকথন, "if individuality is a false/ front, group solidarity is a/ false fort", তবু এখানেই তাঁকে কবিতার কাছে ফিরে আসতে হয় "Popeye/ no longer sails, but Betty/ Boop will always/ sing sweetlier/ sweetliest/ than the crow who fly/ against the blank/ remorse of castles made/ by dusk, dissolved in/ day's baked light."

বার্নস্টাইন জানেন, এই বাজারী অর্থনীতিতে কবিতাও এক বিক্রয়যোগ্য পণ্য। না চাইলেও, তিনি সেই খেলার অংশীদার। হয় মাথা নুইয়ে অথবা ব্যক্তিগত বিদ্রোহ করে – এই অন্ধকার শহরেই তাঁকে হেঁটে যেতে হবে। এ বইয়ের প্রথম কবিতা "Lives of the Toll Takers"-এ হয়ত সে কারণেই, ক্রমাগত বিজ্ঞাপনী ভাষার ব্যবহারে তিনি প্রমাণ করতে চান style নির্ভর কবিতার পণ্যপ্রবনতা। কারণ, তিনি জানেন, যে কোনো প্রতিষ্ঠানবিরোধী বিদ্রোহই শেষমেশ তার নিজস্ব style-এর পোশাকে একদিন নিজেই প্রতি-প্রতিষ্ঠানের শরীর নিয়ে নেয়। তাই একদিকে তিনি যেমন লেখেন: "What if/ success scares you so much that at the point of some/ modest acceptance, midway through/ life's burning, you blast out/ onto the street, six-shooters smoking, still a rebel./ For what?" তেমনই এই দ্বন্দ্বের উত্তরও তিনি নিজেই খুঁজে পান: "Of course new ventures always require risk, but by carefully/ analyzing the situation, we became smart risk/ takers."

এ বইয়ের শেষ কবিতা Dark City ঝলমল করে ওঠে, যখন পড়ি: "I feel like carelessness, disowning what's/ acquired in indifferent/ animation, no body swaps to-/ not as if elevated or cut down/ to size up, like layers of lost/ boys, like aspiration in a tub/ at sea, lists all the scores and/ scares at measures twice the fall./ I'm parked because I have no taste/ to go – penned down, no row to call/ my own. Abruptly, silently borrowing/ ignition from rumble, pouring/ face into a/ stir.../ We're a great fire..." আমরা অনুভব করি – নিজের কাছে, কবিতার কাছে এই ফিরে আসাটুকুই সত্যি – সেটুকুই তো আগুন।

এইসব কবিতা শুধুমাত্র অস্তিত্বের আখ্যান নয়, শুধুমাত্র আত্মজীবনীর রক্তমাংস লাগা পৃষ্ঠাসমূহ নয়, শুধুমাত্র এক আত্ম-অনুসন্ধানের মহাযাত্রা নয়। সময়ের পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে এরা একেকটি স্বতন্ত্র ও চিত্ররূপময় প্রবন্ধ – কবির নিজস্ব সফরের মানচিত্র, ভূকম্পনের সিস্‌মোগ্রাফ, আত্মার আঙুলছাপ। অস্তিত্বের চোরাস্রোতে তারা একে অপরের পরিপূরক – এক জীবনসমগ্রও। সেখানে রয়েছে একাকীত্বের বৈচিত্র্যময় মহাপৃথিবী। সে পৃথিবী

অনুসন্ধানের, সে পৃথিবী এক তীব্র ক্রীড়ার খেয়াল – আবার এক প্রাজ্ঞ দার্শনিকের স্বগতকথন। ধূসর গোধূলিবেলায় নিঃস্বতায় আক্রান্ত এক পরিব্রাজক সেখানে যেন বা এক আয়নামহল খুঁজে পান।

বাংলাভাষী আমাদের কবিতা পড়ার সঙ্গে অনেকখানি জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। এখন মনে হয় – সেই যে শেষ জীবনে এসে তিনি লিখলেন: "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়ী"... তা হয়ত বা কবিতাকে উদ্দেশ্য করেই। কবিতার প্যারালাক্স, কবিতার কলমকারির জন্য, এই কথাগুলোর চাইতে বড় এলেজি আর কী-ই বা হতে পারতো?